QUR'AN RESEARCH FOUNDATION
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
11, Shahid Tajuddin Ahmed Sarani (7th Floor), Insaf Barakah Hospital Complex, Moghbazar, Dhaka, Bangladesh
Phone: 88-02-9341150, Mobile: 01199-474617, E-mail: qrfbd2012@gmail.com, Web: www.qrfbd.com

ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষাকোর্স

লেভেল-০১, ব্যাচ-০২(ক্লাস-০২)

বিষয়: বিশ্বমানবতার বর্তমান অবস্থা মূল কারণ ও প্রতিকার

- কোনটি সঠিক? বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতি বর্তমানে-
  ১. শান্তিতে আছে ২. অশান্তিতে আছে ৩. চরম অশান্তিতে আছে
  ৪. মহা শান্তিতে আছে ৫. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির এ চরম অশান্তির মূল কারণ ও প্রতিকার আমাদের-
  ১. জানার প্রয়োজন নেই ২. অবশ্যই প্রয়োজন আছে
  ৩. জানলে ক্ষতি নেই ৪. বলা কঠিন

<u>এ চরম অশান্তির মূল কারণ ও প্রতিকার যে সকল দলিলের ভিত্তিতে উপস্থাপন করা হবে</u>

১. ইতিহাসের দলিল
২. একটি উদাহরণের দলিল
৩. দু'ব্যক্তির বক্তব্য ও তিনটি সত্য ঘটনার দলিল
৪. আল কুরআনের দলিল
৫. হাদীসের দলিল

<u>১. বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অশান্তির মূল কারণ সম্পর্কে ইতিহাসের দলিল</u>

আজ হতে ৫০০ থেকে ৭০০ বছর পূর্বে মুসলিম জাতি, জীবনের সব দিকে, অন্য সকল জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলো । বর্তমানে মুসলিম জাতি, জীবনের প্রায় সকল দিকে, অন্য সব জাতির চেয়ে অবিশ্বাস্যরকমভাবে পিছিয়ে আছে।

- তাহলে সঠিক না ভুল? মুসলিম জাতি বর্তমানে চরমভাবে অধ:পতিত একটি জাতিকে চরমভাবে অধঃপতিত করার সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি কোনটি?
  ১. শক্তি প্রয়োগ করা ২. মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া
  ৩. ছোট-খাটো শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে দেয়া ৪. অন্য কিছু

- একটি জাতিকে চরমভাবে অধঃপতিত করার সর্বাধিক ফলপ্রসূ পদ্ধতি কোনটি?
  ১. মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া ২. শক্তিপ্রয়োগ
  ৩. ছোট-খাটো শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়া ৪. অন্য কোনো কারণ
- কমপক্ষে শতকরা কয়জনের মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকার কারণে মুসলিম জাতির এ চরম অধঃপতন ঘটেছে?
  ১০ জন ২৫ জন ৫১ জন ৯৯ জন

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

অনুবাদ: আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছি তাতে রয়েছে সকল বিষয়ের স্পষ্ট বিবরণ। (আন নাহল/১৬ : ৮৯)

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ

অনুবাদ: আমি আল কুরআনে কোনো কিছু উল্লেখ করতে বাদ রাখি নাই।(আন'আম/৬ : ৩৮)

- কোনটি সঠিক? এ দু'খানি আয়াত থেকে জানা যায়, ইসলামের-
  ১. সকল মৌলিক ও অমৌলিক শিক্ষা কুরআনে উপস্থিত আছে
  ২. সকল মৌলিক শিক্ষা কুরআনে উপস্থিত আছে
  ৩. কোনটি সঠিক নয়
  ৪. বলা কঠিন

- কুরআনে, ইসলামের সকল অমৌলিক শিক্ষা কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে?
  রাসুলুল্লাহ (স.)-কে অনুসরণ করার আদেশ দেয়ার মাধ্যমে

وَاَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ

অনুবাদ: আর তোমরা রাসূলের আনুগত্য করো।(আন নিসা/৪ : ৫৯)

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ.

অনুবাদ: রাসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো। (আল হাশর/৫৯ : ৭)

- কুরআন অবিকৃত থাকা সত্ত্বেও ইসলামের মৌলিক শিক্ষায় ভুল ঢুকে যাওয়ার কারণ কোনটি?
  ১. কুরআন বুঝতে পারার ন্যায় একজন ব্যক্তিও মুসলিম বিশ্বে না থাকা
  ২. পুরো কুরআন কোনো মুসলমান পড়ে নাই
  ৩. কুরআনের অনেক মূল তথ্য সকল মুসলমান ভুলে গেছে
  ৪. গভীর ষড়যন্ত্র করে কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে

- কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে সরে গেলে সুন্নাহর জ্ঞানের বিষয়ে কী ঘটেছে?
  ১. দূরে সরেনি ২. দূরে সরেছে ৩. অবশ্যই দূরে সরেছে ৪. বলা কঠিন

- কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান থেকে দূরে সরে গেলে আমলের ব্যাপারে কোনটি ঘটেছে?
  ১. দূরে সরেনি ২. দূরে সরেছে ৩. অবশ্যই দূরে সরেছে ৪. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক?এ ষড়যন্ত্রে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে-
  ১. মুসলিম জাতি ২. বিশ্বমানবতা ৩. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? এ ষড়যন্ত্রের মূল হোতা-
  ১. মানুষ ২. ইবলিস শয়তান ৩. বলা কঠিন
- কোনটি সঠিক? এ ঐতিহাসিক দলিল-
  ১. প্রমাণিত (কাত'য়ী) ২. অপ্রমাণিত (গায়ের কাত'য়ী) ৩. বলা কঠিন

সত্য ইতিহাস প্রমাণিত (কাত'য়ী) দলিল হওয়ার প্রমাণ-

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۚ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ .

অনুবাদ: আর রাসূলগণের সংবাদসমূহ (ঘটনাসমূহ) থেকে আমরা যে ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে (ঈমানকে) দৃঢ় করি; আর এর মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য, উপদেশ এবং যিক'র (অধ্যয়ন, স্মরণ ও অনুসরণের বিষয়)।(আল হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে রাসূলগণের ঘটনা তথা ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি মু'মিনদের জন্য-

১. ঈমানকে দৃঢ় করার বিষয়
২. নির্ভুল শিক্ষা নেয়ার বিষয়
৩. উপদেশ
৪. স্মরণ রাখার বিষয়

বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অশান্তির মূল কারণ সম্পর্কে ১টি উদাহরণের দলিল

'আকিমুস্ সালাত' কথাটির ব্যাখ্যা

- কোনটি সঠিক? আল্লাহ তা'য়ালা সালাত-
  ১. পড়তে বলেছেন
  ২. আদায় করতে বলেছেন
  ৩. কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করতে বলেছেন
  ৪. বলা কঠিন
- সঠিক না ভুল?

'সালাত কায়েম করা' বাক্যটির প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে নিজে সঠিকভাবে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সঠিকভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্হা করা।

- কোনটি সঠিক?'সালাত কায়েম করা' বাক্যের উল্লেখিত ব্যাখ্যাটিকে সঠিক বলে বিশ্বাস করা মুসলিমের সংখ্যা-
  ১. খুব কম ২. অর্ধেক ৩. প্রায় শতভাগ ৪. শতভাগ ৫. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক?
  ১. General knowledge অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
  ২. Common sense অর্থ- সাধারণ জ্ঞান
  ৩. উভয়টি সঠিক
  ৪. কোনোটি সঠিক নয়

- প্রকৃত অর্থ
  - ❑ General knowledge অর্থ- অর্জিত সাধারণ জ্ঞান
  - ❑ Common sense অর্থ- জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান

Common sense

- চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা কোনটি?

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করা

২. মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

➢ তাহলে সালাত প্রতিষ্ঠা করার ব্যাখ্যা কোনটি?

১. সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করা

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

❖ আল কুরআন

'সালাত কায়েম করা' বাক্যের ব্যাখ্যার বিষয়ে কুরআনে অনেক স্পষ্ট তথ্য আছে। ঐ তথ্যের কয়েকটি-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ.

অনুবাদ: আর তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে। নেক আমল (সালাত) অবশ্যই (ছগীরা) গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। এটি (সালাত) (কুরনের শিক্ষা) স্মরণ রাখার এক অতিবড় ব্যবস্থা, (কুরনের শিক্ষা) স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।(হুদ/১১ : ১১৪)

ব্যাখ্যা : 'এটি (সালাত) (কুরনের শিক্ষা) স্মরণ রাখার এক অতিবড় ব্যবস্থা, (কুরনের শিক্ষা) স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য' অংশের-

সালাত-

- তাত্ত্বিক (Theoretical) ও ব্যবহারিক (Practical) উপায়ে,
- রিভিশন (Revision) দেয়ার মাধ্যমে,
- কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখার অতিবড় ব্যবস্থা,
- কুরআনের শিক্ষা স্মরণ রাখতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।

مَايُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَّلَكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ .

অনুবাদ: (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ দেয়ার মাধ্যম) আল্লাহ তোমাদের উপর কষ্ট আরোপ করতে চান না;বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান); আর তোমাদের প্রতি তাঁর কল্যাণ পরিপূর্ণ করতে চান;যাতে (এ আদেশ জানা ও মানার উপকারিতা দেখে) তোমরা শোকর আদায় করতে পারো। (আল মায়েদা/৫ : ৬)

এ আয়াত থেকে তাই জানা যায়- সালাতের অনুষ্ঠানের একটি শিক্ষা হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা।

এ আয়াত এবং এ ধরনের আরো আয়াত থেকে জানা যায়- সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহ কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ... ...

অনুবাদ: (সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো কল্যাণ (সাওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে- আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও (যে কোন ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে) আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় ... ...(আল বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা: আয়াতের সালাত সম্পর্কিত বক্তব্য হলো- সালাতের সময় মুখ পূর্ব না পশ্চিম দিকে করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান করায় কোনো সাওয়াব নেই। সাওয়াব আছে সালাত প্রতিষ্ঠা করায়।

- তাহলে কোনটি সঠিক? এ আয়াত অনুযায়ী- 'সালাতের অনুষ্ঠান করা' এবং 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বিষয় দু'টির মধ্যে-
  ১. কোনো পার্থক্য নেই
  ২. ব্যাপক পার্থক্য আছে
  ৩. সামান্য পার্থক্য আছে
  ৪. বলা কঠিন
- তাহলে কোনটি সঠিক?এ আয়াত অনুযায়ী, 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রচলিত ব্যাখ্যাটি-
  ১. সঠিক ২. সঠিক নয় ৩. অবশ্যই সঠিক নয় ৪. বলা কঠিন

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ . الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ . وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অনুবাদ: অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য। যারা তাদের সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি) সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য কাজ করে। আর ছোট-খাটো জিনিসও মানুষকে দান করা হতে বিরত থাকে (কৃপণ)।(আল মাউন/১০৭ : ৪, ৫, ৬, ৭)

ব্যাখ্যা: সালাতের তিনটি শিক্ষা হলো-
১. সালাতসহ সকল আমল সঠিক সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি সহকারে করা
২. মানুষকে দেখানো জন্য নয়, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল কাজ করা
৩. কৃপণ না হওয়া

যে সালাত আদায়কারী এ তিনটি শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলোনা, সে ব্যক্তি সালাতের পঠিত বিষয়ের শিক্ষা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করলোনা। এ ধরনের সালাত আদায়কারীর ঠিকানা জাহান্নাম বলে আলোচ্য আয়াত তিনটিতে জানানো হয়েছে। আর এর কারণ হলো- ঐ সালাত আদায়কারীগণ সালাতের অনুষ্ঠান করেছে। কিন্তু সালাতের অনুষ্ঠান থেকে শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করেনি। তাই, 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

❖ আল হাদীস
- এ রায় সমর্থনকারী হাদীস-

১. অবশ্যই আছে
২. আছে
৩. নেই
৪. থাকতে পারে
৫. বলা কঠিন

হাদীস
আবু হুরায়রা (রা.) বলেন- জনৈক ব্যক্তি বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! অমুক মহিলা সালাত, সিয়াম ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজ মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন- সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো- ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা.)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে সে কম সিয়াম পালন করে, কম সাদাকা দেয় এবং সালাতও কম পড়ে। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়না। রাসূল (সা.) বললেন- সে জান্নাতী। (আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৯৬৭৩)

- কোনটি সঠিক? কুরআন, হাদীস ও Common sense এর উল্লিখিত তথ্যগুলো সামনে থাকলে, সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা বুঝা-
  ১. সহজ
  ২. কঠিন
  ৩. অত্যন্ত সহজ
  ৪. অত্যন্ত কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক? সালাত প্রতিষ্ঠা করার প্রকৃত ব্যাখ্যাটি কুরআন, হাদীস ও Common sense সমর্থিত। তাই, এটি সঠিক হওয়ার নিশ্চয়তা-
  ১. কম
  ২. শতভাগ
  ৩. অনেক
  ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিকহাঁড়ির ভাতের অবস্থা জানার জন্য-
  ১. সবগুলো ভাত টিপতে হয়
  ২. একটি ভাত টিপলেই চলে
  ৩. অনেকগুলো ভাত টিপতে হয়
  ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক

আকিমুস সালাতের ন্যায় মৌলিক বিষয়ে ভুল থাকতে পারলে আর কতো মৌলিক ধর্মীয় বিষয়ে ভুল আছে?
১. দু'চারটি ২. অনেক ৩. অধিকাংশ ৪. প্রায় সব ৫. সবই ভুল

- কোনটি সঠিক? আকিমুস্ সালাতের প্রকৃত ব্যাখ্যা ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষিত প্রায় সকল মুসলিমের অজানা থাকা হতে বুঝা যায়, বর্তমানে ইসলাম শিখানো হয়-
  ১. সরাসরি কুরআন ও হাদীস থেকে
  ২. অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে
  ৩. কোনটি সঠিক নয়
  ৪. বলা কঠিন

কী সেই গ্রন্থ তা জানতে হলে সামনের সকল ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে।

- কোনটি সঠিক? ইমামগণ (ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) 'আকিমুস্ সালাত'- এর সঠিক ব্যাখ্যা-
  ১. বুঝতে পারেননি
  ২. বুঝতে পারার কথা
  ৩. অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন
  ৪. বলা কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক? ইমামগণের ফিকাহগ্রন্থ পড়ে আকিমুস্ সালাতের সঠিক ব্যাখ্যাটি মুসলিমদের জানতে না পারার কারণ হলো, তাঁদের লেখা-
  ১. শিক্ষক ও ছাত্ররা বুঝতে পারছে না
  ২. ফেলে দিয়ে গোয়েন্ধা মনীষীরা ভুল কথা লিখে রেখেছে
  ৩. কোনটি সঠিক নয়
  ৪. বলা কঠিন

<u>বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অশান্তির মূল কারণ সম্পর্কে দু'ব্যক্তির বক্তব্য ও তিনটি সত্য ঘটনার দলিল</u>

❖ ১ম ব্যক্তির বক্তব্য

William Ewart Gladstone Biography

William Ewart Gladstone FRS FSS (29.12.1809-19.05.1898) was a British Liberal politician.

In a career lasting over sixty years, he served as Prime Minister four separate times (more than any other person)-

1. 1868-74
2. 1880-85,
3. February 1886-July 1886
4. 1892-94.

And he served as Chancellor of the Exchequer four times. Gladstone was also Britain's oldest Prime Minister; he resigned for the final time when he was 84 years old. Reference: Wikipedia

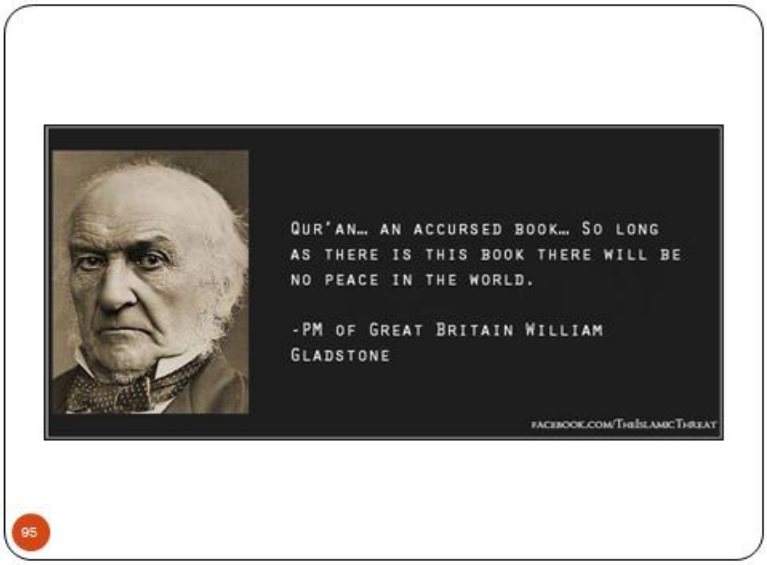

2 অথবা তারা যাতে এর প্রতি ভালবাসা হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কুরআন একটি অভিশপ্ত/জঘন্য/ঘৃণ্য গ্রন্থ

এ গ্রন্থ যতদিন থাকবে পৃথিবীতে ততোদিন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

স্যার গ্লাডস্টোন, ১৮৯৫ ইং সালে এক হাতে কুরআন উঁচু করে ধরে বৃটিশ কমনস সভায় বলেন-

So long as the Muslims have the Qur`an, we shall be unable to dominate them. We must-

1. either take it from them or
2. make them lose their love of it.

যতোদিন মুসলিমদের হাতে কুরআন থাকবে ততোদনি আমরা তাদেরকে শাসন করতে সক্ষম হবো না। আমাদেরকে-

1 এটা (কুরআন) তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে।

২. কুরআনের প্রতি তাদের ভালবসা কমাতে হবে।

❖ ২য় ব্যক্তির বক্তব্য

Macaulay, Thomas Babington

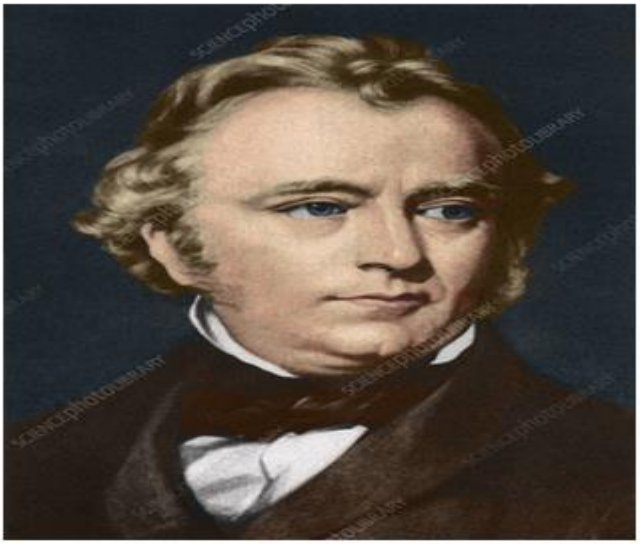

111

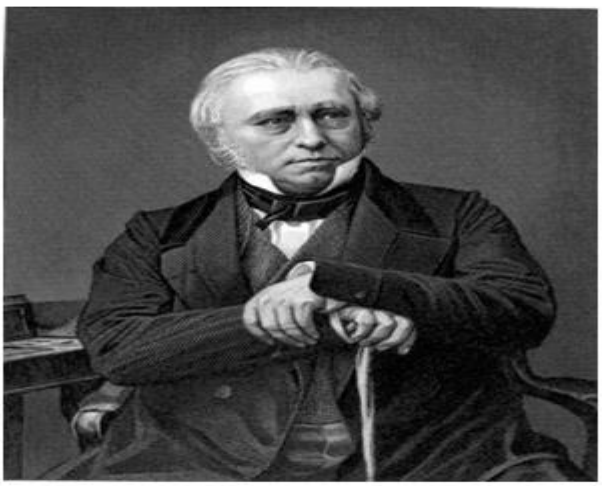

112

Biography

Macaulay, Thomas Babington (1800-1859) first Baron of Rothley, British parliament member, British Cabinet (Minister) member (1839-41) … … …
In South Asian history, Lord Macaulay is particularly known for the crucial roles he had played in shaping the educational policy for India and in framing the Indian Criminal Code… … …
The participants in the debate became sharply divided into two camps, anglicists and orientalists… … …
Macaulay led the anglicist group and carried the Council with him … …
and in introducing western education in English… … …
Macaulay against the people and institutions of India… … …
He made many derogatory remarks about the national character of the Bengalis and of other Indians… … …
He said that the Bengalis were physically fragile and moral cowards. He branded them habitual liars, evaders, connivers and frauds … … …
Ironically, today Macaulay is mentioned by South Asian scholars for his negative attitude to oriental languages and cultures, an attitude that lacked understanding and sensibility.

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে খৃষ্টানদের নিজস্ব ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য লর্ড ম্যাকোলকে দায়িত্ব দেয়। ১৮৫৪ ইং সালে তিনি সে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বলেন-
We must at present do our best to form a class-

1. who become interpreters between us and the Millions we govern.
2. a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, opinion, morals and intellect.

বর্তমানে আমাদের সকল শক্তি দিয়ে এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরি করতে হবে, তারা-
১. যাদের আমরা শাসন করছি তাদের ও আমাদের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে।
২. ভারতের কোটি কোটি মানুষ, তারা রক্ত ও বর্ণে হবে ভারতীয়। কিন্তু রুচি, মতবাদ, নীতি ও চিন্তা-চেতনায় হবে ইংরেজ।

ঘটনা-১

এক বৃটিশ গোয়েন্দার ডায়েরি-
হ্যামফের (Hampher) নামক ব্রিটিশ গোয়েন্দার একটি ডায়েরি ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে আসে। জার্মান পত্রিকা 'ইসপিগল' তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করে।
তুরস্কের 'হাকিকত কিতাবেভী' প্রকাশনী মূল ডায়েরিটি প্রয়োজনীয় টীকা ও সংযোজনীসহ বই আকারে প্রকাশ করে। ইংরেজী বইটি Hakikatkitabevi ওয়েব সাইটে Confessions of a British spy নামে আছে। 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়েরি' নামে, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা হতে, ২০০৬ সালে ঐ বইটি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন মোঃ এ, আর, খান ও এ, জে, আব্দুল মোমেন।

বইটির কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ, উপস্হাপন সাবলীল করার জন্যে সামান্য পরিবর্তনসহ নিম্নরূপ-

'মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী বললেন, ... (মুসলমানদের অধঃপতিত করে) আমরা যে ফল খাচ্ছি তা অন্যরা (পূর্বপুরুষেরা) বপন করেছিলো। সুতরাং আমাদের অন্যদের (পরের প্রজন্মের) জন্যে বপন করতে হবে'

(পৃষ্ঠা নং ৬০)

'তিনি বললেন- তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছো তাতে তুমি একা নও। মন্ত্রণালয় এ মিশনে পাঁচ হাজার গোয়েন্দা নিয়োগ করেছে। মন্ত্রণালয় এ সংখ্যা এক লাখে উন্নীত করার কথা বিবেচনা করছে'

(পৃষ্ঠা নং ৬০)

'একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক ও ধর্মীয় লোকেরা উপস্হিত ছিলো। সম্মেলনে মুসলমানদের (জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে) বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করা, ধর্মবিশ্বাস থেকে সরিয়ে ফেলা, ... নিয়ে আলোচনা করা হয়'

(পৃষ্ঠা নং ১৬)

'আমাকে মুসলমানদের মধ্যে উপদল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজন গোয়েন্দা হিসেবে মিশর, ইরাক, হেজাজ (মক্কা-মদিনা) ও ইস্তাম্বুলে প্রেরণ করা হয়'

(পৃষ্ঠা নং ১৭)

'আমাদেরকে অর্থ, তথ্য, ম্যাপ, রাষ্ট্রপ্রধান, গোত্রপ্রধান ও ইসলামী বিশেষজ্ঞদের তালিকা দেয়া হয়'

(পৃষ্ঠা নং ১৭)

'ইসলামী খেলাফতের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে পৌঁছে আমি স্হানীয় মুসলমানদের মাতৃভাষা তুর্কি রপ্ত করা আরম্ভ করি এবং তুর্কি ভাষার খুঁটিনাটি সম্পর্কেও শিক্ষা গ্রহণ করি'

(পৃষ্ঠা নং ১৭)

'আমি আমার নাম মুহাম্মাদ বলি, এবং মসজিদে যাওয়া শুরু করি'

(পৃষ্ঠা নং ১৭)

'ইস্তাম্বুলে আহম্মদ ইফেন্দি নামক এক বৃদ্ধ পন্ডিতের সাথে সাক্ষাৎ করি। এ ব্যক্তি হযরত মুহাম্মাদ এর আদর্শ অনুসরণে নিজকে দিন-রাত ব্যস্ত রাখতেন'

(পৃষ্ঠা নং ১৮)

'একদিন আমি আহম্মদ ইফেন্দিকে বলি- আমার পিতামাতা মারা গেছেন, কোনো ভাই-বোন নেই এবং কোনো সম্পত্তিও নেই। জীবিকা অর্জন এবং কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা লাভ করার জন্যে ইসলামের কেন্দ্র ইস্তাম্বুলে এসেছি। যাতে আমার রোজগার ইহকাল ও পরকালে কাজে লাগে'

(পৃষ্ঠা নং ১৮)

তিনি আমার এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন।

(পৃষ্ঠা নং ১৮)

'কাজ শেষে আমি আসরের নামাজ পড়তে মসজিদে যেতাম এবং মাগরিব পর্যন্ত সেখানে থাকতাম। মাগরিবের পর আমি আহম্মদ ইফেন্দির বাড়িতে যেতাম। তিনি আমাকে আরবী ও তুর্কি ভাষায়, অতি উত্তমভাবে, দুই ঘণ্টা কুরআন শিক্ষা দিতেন'

(পৃষ্ঠা নং ২০)

'আহম্মদ ইফেন্দির মাধ্যমে দুই বছরে আমি সমগ্র কুরআন অধ্যয়ন শেষ করি'

(পৃষ্ঠা নং ১৮)

'প্রথম মিশনে আমি সন্দেহাতীতভাবে তুর্কি, আরবী, কুরআন ও শরীয়াত শিক্ষায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলাম'

(পৃষ্ঠা নং ২২)

'প্রথম মিশন শেষে লন্ডনে ফেরার পর সফলতার দিক দিয়ে আমাকে ৩য় স্হান দেয়া হয়'

(পৃষ্ঠা নং ২২)

'সেক্রেটারী জানান পরবর্তী মিশনে আমার দু'টি কাজ-

১. মুসলমানদের দুর্বল জায়গাগুলো (বিশেষ করে জ্ঞানের) খুঁজে বের করা,

২. ঐ পথে তাদের দেহে প্রবেশ করা ও তাদের জোড়াগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।

শত্রুকে পরাজিত করার এটিই মূল পথ।

(পৃষ্ঠা নং ২২)

'২য় মিশনে ইরাকের বসরায় পৌঁছে আমি ইসলামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তির সাথে মধুর বন্ধুত্ব স্হাপন করি'

(পৃষ্ঠা নং ৩২)

'সে এবং আমি মিলে কুরআনের নতুন ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করি'

(পৃষ্ঠা নং ৩২)

'আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ভুল পথে পরিচালিত করা'

(পৃষ্ঠা নং ৩২)

'ইস্তাম্বুলে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অত্যন্ত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন। মুসলমানদের সাথে মিলে মিশে তারা ছেলেমেয়েদের জন্যে মাদ্রাসা খুলছে ... ...'

(পৃষ্ঠা নং ৬০)

- কোনটি সঠিক? গোয়েন্দারা মাদ্রাসা খুলে কোন পোস্টে চাকরী নিয়েছিল?
  ১. পিয়ন
  ২. অফীসের কেরানি
  ৩. অধ্যক্ষ
  ৪. মুহাদ্দীস (হাদীসের শিক্ষক)
  ৫. মুফাস্সীর (কুরআনের শিক্ষক)
  ৬. মুফতী

- কোনটি সঠিক? মানবতার জন্য মহাক্ষতিকর এ ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ি-
  ১. সকল ইহুদী-খ্রীষ্টান
  ২. মানব জাতির শত্রু ইবলিসের দোসর ইহুদী-খ্রীষ্টানরা
  ৩. কেউ দায়ি নয়
  ৪. বলা কঠিন

❖ ঘটনা-২

দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ০২.০৪.৯৮ ইং তারিখে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্য

প্রতিবেদনটি ভারতের উর্দু পাক্ষিক সাময়িকী 'তামির-ই-হায়াত' এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের অনুবাদ। প্রতিবেদনটির বিষয় হলো- ভারতের নওয়াব ছাতারীর দেখা এক স্হাপনা এবং তার কার্যক্রম।

নওয়াব ছাতারী আলিগড়ের জমিদার ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বিরোধী এবং ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠায় ইংরেজদের সার্বিক সহযোগী ছিলেন। আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইংরেজ সরকার কর্তৃক উত্তর প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। (মতবাদের মিল থাকার কারণে) যে সব ইংরেজ কালেক্টর পোস্টিং নিয়ে আলীগড়ে আসতেন নবাবের সাথে তাদের মধুর ও গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠতো।

একবার ব্রিটিশ সরকার ভারতের সকল গভর্নরকে বৃটেনে ডাকেন। নওয়াব ছাতারীও তখন বৃটেনে যান। ঐ সময় বৃটেনে অবস্হানকারী পুরাতন বন্ধু অনেক অবসরপ্রাপ্ত কালেক্টর ও কমিশনার গভর্নর ছাতারির সাথে সাক্ষাত করেন। কালেক্টরদের মধ্যে একজন ছিলেন নবাব সাহেবের ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার অনেক কাছের ব্যক্তি। ঘনিষ্ঠতম কালেক্টর, যাদুঘর ও হাজার বছরের পুরাতন অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু যা নওয়াব কখনো চোখে দেখেনি বা কানে শুনেনি, তা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। নবাব সাহেব বলেন- 'ঐগুলো আমি আগে দেখেছি, তাই আপনি আমাকে এমন কোনো বস্তু দেখাতে পারেন যা কোনো ভিনদেশী আগে দেখেনি'

কালেক্টর সাহেব বললেন- 'নবাব সাহেব এমন কি বস্তু হতে পারে যা কোনো ভিনদেশী আগে দেখেনি? যাক আমি ভেবে-চিন্তে পরে বলবো' । দু'দিন পর কালেক্টর সাহেব বললেন- 'নবাব সাহেব আমি ইতোমধ্যে খোঁজ-খবর নিয়েছি। আপনাকে এমন জিনিস দেখাবো যা কোনো ভিনদেশী কখনো দেখেনি'। দু'দিন পর কালেক্টর সাহেব সরকারের লিখিত অনুমতিসহ নবাব সাহেবের অতিথিশালায় পৌঁছে অত্যাশ্চর্য বস্তু দেখার কর্মসূচী তৈরি করেন।
কালেক্টর সাহেব বললেন- 'আমার ব্যক্তিগত গাড়িতে যেতে হবে। এই ভ্রমণে সরকারী গাড়ি ব্যবহার করা যাবে না'। পরের দিন তারা দু'জন অত্যাশ্চর্যবস্তু দেখতে বের হলেন। শহর-নগর পেরিয়ে ছোট একটি সড়ক দিয়ে গাড়ি যতো এগোতে থাকলো ততো গভীর অরণ্য। কোনো যাত্রী বা পথিক চোখে পড়ে না।
এভাবে আধাঘন্টার বেশি সময় চলার পর একটি বিরাট গেটের সামনে তারা গাড়ি থেকে নামেন। উভয় পাশে সশস্ত্র সৈন্যের সতর্ক প্রহরা দেখা গেল।

কালেক্টর গাড়ি থেকে নেমে পাসপোর্ট ও সরকারি অনুমতিপত্র গেটে জমা দিয়ে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি লাভ করেন। কর্মকর্তারা বলে দিলেন- এখন নিজেদের গাড়ি রেখে তাদের গাড়ি ব্যবহার করতে হবে।
দু'দেয়ালের মধ্যদিয়ে গাড়ি চলতে লাগলো। সুনিবিড় জঙ্গল আর বৃক্ষলতা ভিন্ন আরকিছু দেখা যায় না। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর সামনে একটি প্রাসাদ দেখা গেল।

কালেক্টর সাহেব বললেন- 'প্রাসাদে প্রবেশের পর থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি আমাকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। একেবারে চুপচাপ থাকবেন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বাসায় ফিরে উত্তর দেব'। প্রাসাদের কিছু দূরে গাড়ী রেখে তারা পায়ে হেঁটে চললেন। বিপুল সংখ্যক কক্ষ সম্পন্ন প্রাসাদটি গগনচুম্বী ও অতিকায়। কালেক্টর সাহেব নবাব সাহেবকে একটি কক্ষের সামনে দাঁড় করালেন যেখানে আরবী পোশাক পরিহিত বিপুল ছাত্র মাটিতে পাতা বিছানায় বসে সবক নিচ্ছে। যেমন আমাদের দেশের মাদ্রাসা ছাত্ররা নেয়।

ছাত্ররা আরবী ও ইংরেজী ভাষায় উস্তাদের নিকট প্রশ্ন করছে। আর উস্তাদ সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে ঐ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। কালেক্টর সাহেব এভাবে নবাব সাহেবকে প্রতিটি কক্ষ এবং সেখানে যে সকল বিষয়ে শিক্ষা ও বাস্তব ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে তা ঘুরে ঘুরে দেখান।

নবাব সাহেব এভাবে অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেন যে-
কোনো কক্ষে কিরায়াত শিখানো হচ্ছে
কোথাও কুরআনুল কারীমের অর্থ ও তাফসীর শিখানো হচ্ছে
কোথাও বুখারী ও মুসলিম শরীফের সবক চলছে
কোথাও মাসয়ালা নিয়ে বিশদ আলোচনা চলছে
কোথাও হচ্ছে ইসলামী পরিভাষার উপর বিশেষ অনুশীলন
একটি কক্ষে দেখা গেলো ধর্মীয়তত্ত্ব নিয়ে দু'গ্রুপের মধ্যে রীতিমত আনুষ্ঠানিক বিতর্ক চলছে।

নবাব সাহেব এসব দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং একজন ছাত্রের সাথে কথা বলতে চাইলেন। কিন্তু কালেক্টর সাহেব তাকে ইশারা করে চুপ থাকতে বললেন। বাসায় ফিরে নবাব সাহেব বললেন- এতবড় দ্বীনি মাদ্রাসা যেখানে দ্বীনের প্রতিটি বিষয় উন্নত পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং ইসলামের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা হচ্ছে, দেখে ভালো লেগেছে। কিন্তু এসব মুসলিম ছাত্রকে এই দূরবর্তী জায়গায় বন্দী করে কেন রাখা হয়েছে? কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন- 'এসব ছাত্ররা একজনও মুসলিম নয়। সব খ্রিষ্টান মিশনারী'। নবাব সাহেব আরো আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- এর কারণ কী? কালেক্টর সাহেব উত্তর দিলেন- 'সুড়ঙ্গ পথে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শেষ করে ছাত্রদের মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়।
সেখানে তারা নানান ছলে বলে কৌশলে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, ছোট বাচ্চাদের কুরআনের গৃহ শিক্ষক, মাদ্রাসার মুহাদ্দীস বা মুফতি হিসেবে ঢুকে পড়ে। যেহেতু তারা আরবী সাহিত্য ও ইসলামী বিষয়ে পারদর্শী তাই তাদের নিয়োগ পেতে অসুবিধা হয় না। অনেক সময় ধোঁকা দেয়ার জন্যে তারা বলে- 'আমরা ইংরেজ এবং ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত আলিম। আমাদের অনেকে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা লাভ করা। নিজ দেশে দ্বীনি পরিবেশ, বড় মাদ্রাসা এবং পর্যাপ্ত মসজিদ না থাকায় আমরা এখানে এসেছি। শুধু দু'মুঠো ভাত ও মাথা গোঁজার একটি ঠাঁই পেলেই চলবে। আমরা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে সবকিছু কোরবান করতে প্রস্তুত'

এভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঢুকে গিয়ে তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে দেয়। বিভিন্ন পদ্ধতিতে (বিশেষ করে ইসলামের জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে) বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে তারা অত্যন্ত তৎপর থাকে। একবার বিভেদের বীজ বপন করতে পারলে, ইন্ধন যুগিয়ে তারা মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত করে রক্তপাতও ঘটায়। সামান্য একটি ইসলামী বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্টি করে দেয় দাঙ্গা হাঙ্গামার। দৈনিক ইনকিলাবে প্রতিবেদনটির নাম ছিল- 'বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা'

কোনটি সঠিক? মানবতার জন্য মহাক্ষতিকর এ ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ি-
১. সকল ইহুদী-খ্রীষ্টান
২. মানব জাতির শত্রু ইবলিসের দোসর ইহুদী-খ্রীষ্টানরা

৩. কেউ দায়ি নয়
৪. বলা কঠিন

ঘটনা-৩
'তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ' পুস্তিকার তথ্য

ইসলামী শিক্ষার কেন্দ্রগুলো ধ্বংসের দুরভিসন্ধি বাস্তবায়ন করার জন্য তারা (ইহুদী-খৃস্টান চক্র) প্রথম ধাপে আরব বিশ্বের প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সে মতে সর্বপ্রথম ইহুদীরা মিশর ও ইসরাইলের মাঝে সমঝোতা করায়। অতঃপর উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে দৃঢ় ও সুসংহত করার লক্ষ্যে মিশরের নিকট দাবী করে-
শিক্ষা সিলেবাস থেকে এমন সব মৌলিক দ্বীনি আকিদা বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাকে বাদ দিতে হবে যা উভয় দেশের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত ও সুসংহত হওয়ার পথে অন্তরায়।

সাবেক ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান মিশর সফরকালে মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাতকে বলেছিলেন-
ইসরাইল ও মিশরের মধ্যকার সুসম্পর্ক কিভাবে মজবুত ও সুসংহত হবে, অথচ মিশরী নাগরিক কুরআনের এই আয়াত (মায়িদা/৫ : ৭৮) পড়ছে যাতে ইসরাইলের নিন্দা করা হয়েছে। ... ...
لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ
অনুবাদ : বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিলো তারা দাউদ ও মারিয়ামের পুত্র ঈসার ভাষায় অভিশপ্ত হয়েছিলো। তা এ কারণে যে, তারা অবাধ্য হয়ে পড়েছিলো এবং তারা সীমালঙ্ঘন করতো।
(সুরা মায়িদা/৫ : ৭৮)

আনোয়ার সাদাত সাথে সাথে মিশরের শিক্ষা মন্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন সিলেবাসের দিকে দৃষ্টি দেয়া হোক।
এ জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় যাতে আমেরিকা, ইসরাইল ও মিশরের শিক্ষাবিদরা সদস্য হিসেবে থাকে। তাদের কাজ দেয়া হয়- বর্তমান সিলেবাস পর্যালোচনা করে একটি সুপারিশ পেশ করা। যার আলোকে এমন একটি নতুন সিলেবাস প্রণয়ন করা যা হবে সেক্যুলার ও ধর্মহীন। মুসলিম বিশ্বের দ্বীন ও ধর্মীয় শিক্ষাকে নির্মূল করার জন্য আমেরিকা মুসলিম বিশ্বকে সাহায্য দেয়ার ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করে-

যেসব মুসলিম ও আরব দেশ তাদের শিক্ষা সিলেবাস পরিবর্তন করে যুগের চাহিদার সাথে সমন্বয় করবে তাদেরকেই কেবল সাহায্য দেয়া হবে। মিশর এ ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাকে ১৯৮১-২০০১ সাল পর্যন্ত কেবল শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৮৫ মিলিয়ন ডলারের সাহায্য দেয়া হয়। তেলআবিবে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মিশরের প্রধানমন্ত্রী মোস্তফা খলিল এবং জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব ড. বুট্রোস ঘালি অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারের বিষয় ছিল- আরব ইসরাইল সম্পর্ক স্থিতিশীলতায় কুরআনের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া। উক্ত সেমিনারে ইসরাইলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী মানাহেম বেগান পরিস্কার দাবি করেন- ঐ সব মাদ্রাসা ও প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হোক যেখানে কুরআন পড়ানো হয়।
(তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ। মাওলানা শহীদুল ইসলাম ফারুকী, জেনারেল সেক্রেটারী, লন্ডন ভিত্তিক ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফোরাম, বাংলাদেশ ব্যুরো। রিমঝিম প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল নভেম্বর ২০০৯। পৃষ্ঠা নং ২৬-২৭।)

- কোনটি সঠিক? মানবতার জন্য মহাক্ষতিকর এ ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ি-
  ১. সকল ইহুদী-খ্রীষ্টান ২. মানব জাতির শত্রু ইবলিসের দোসর ইহুদী-খ্রীষ্টানরা
  ৩. কেউ দায়ি নয় ৪. বলা কঠিন

ষড়যন্ত্রকারীদের কাজের স্তরসমূহ

১. ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়েরি বই
২. দৈনিক ইনকিলাবের প্রতিবেদন
৩. প্রচলিত ফিকাহশাস্ত্র
৪. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র
৫. 'তথ্য সন্ত্রাসের কবলে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ' পুস্তিকার তথ্য
৬. বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞান ও আমল

পর্যালোচনা করলে সহজে বুঝা যায়, নয়টি স্তরে কাজ করে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের মিশন সম্পন্ন করেছে। স্তর ৯টি হলো-

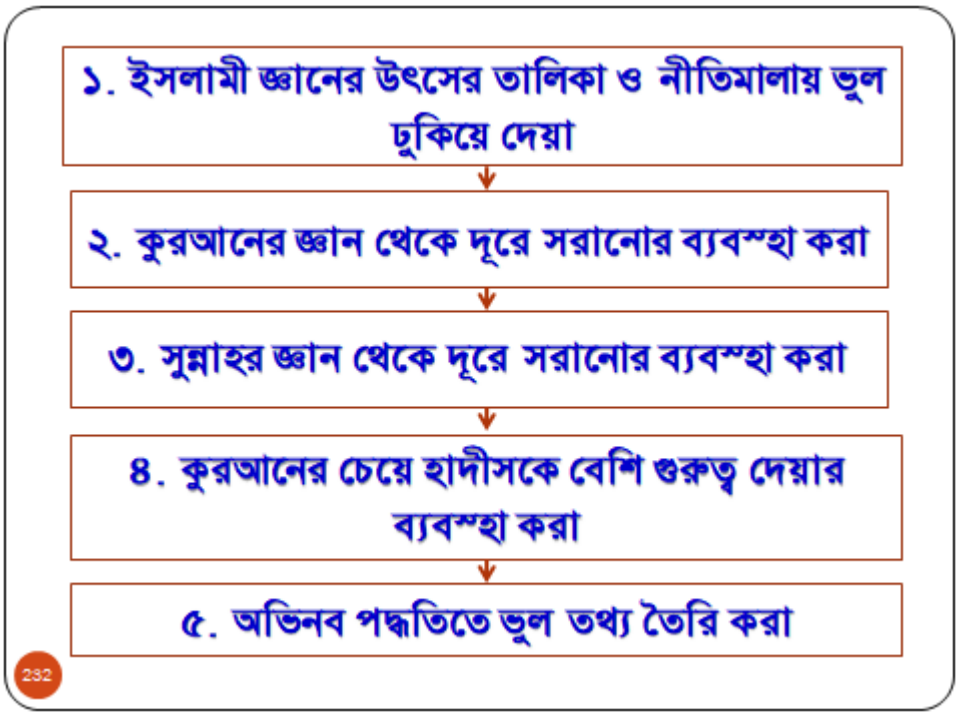

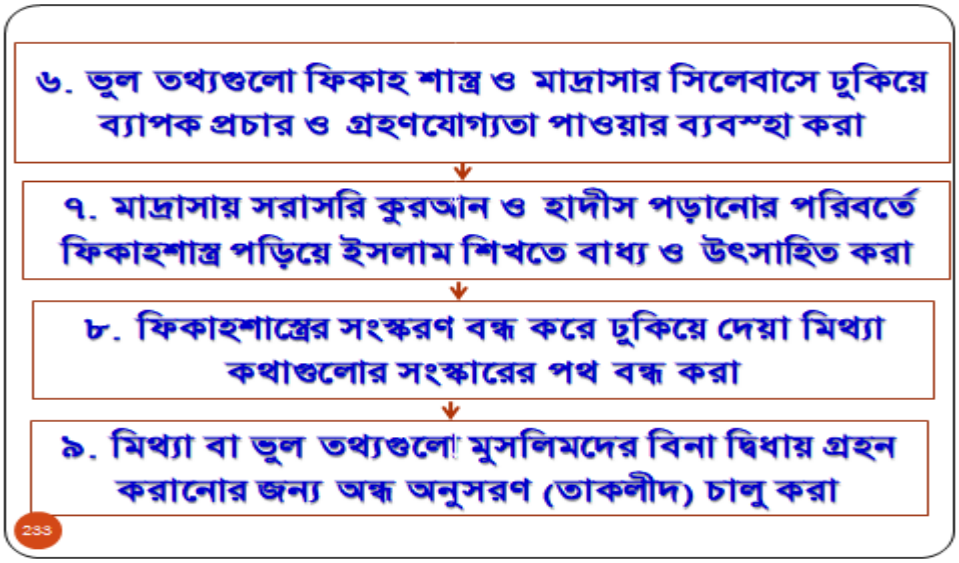

ঘটনা দু'টির অধিকাংশ বক্তব্য সত্য হওয়ার প্রমাণ

❖ প্রমাণ-১

ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসার প্রথম ২৬ জন প্রিন্সিপাল (১৮৫০ – ১৯২৭ খৃঃ তথা প্রথম ৭৭ বছর) খ্রিষ্টান ছিল।

১. ড. এ. স্প্রেংগার
২. স্যার উইলিয়াম নাসসান লীজ
৩. মিস্টার জে. স্ট্যাকলিপ
৪. মিস্টার হেনরী ফার্ডিন্যান্ড ব্লকম্যান
৫. মিস্টার এ. ই. গ্যাফ
৬. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
৭. মিস্টার এইচ. প্রথেরো
৮. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
৯. মিস্টার. এফ. জে. রৌ
১০. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
১১. মিস্টার এফ. জে. রৌ
১২. ড. এ. এফ. আর হর্নেল
১৩. মিস্টার এফ. জে. রৌ
১৪. মিস্টার এফ. সি. হিল
১৫. স্যার আর্ল স্টেইন
১৬. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক
১৭. লে. কর্নেল জি. এম. এ. রেংকিং
১৮. মিস্টার এইচ. এ. স্টার্ক
১৯. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস
২০. এইচ. ই. স্টেপলটন
২১. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস
২২. মিস্টার চ্যাপম্যান

২৩. স্যার এডওয়ার্ড ড্যানিসন রস
২৪. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী
২৫. মিস্টার এম. জে. বটমলী
২৬. মিস্টার আলেকজান্ডার হেমিলটন হার্লী

❖ প্রমাণ-২

- কোনটি সঠিক? কওমী মাদ্রাসায় সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান-
  ১. পড়ানো হয় ২. পড়ানো হয় না ৩. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? কওমী মাদ্রাসায় সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান না পড়ানোর কারণ-
  ১. কুরআনে নিষেধ থাকা ২. হাদীসে নিষেধ থাকা ৩. অন্য কোনো কারণ

- সে কারণ হলো এ তথ্যটি-

বস্তুত দ্বীনি ইলম ব্যতীত যতো ইলম আছে তা সবই আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক
এ মর্মে আল্লামা রূমির এ শেরটি প্রণিধানযোগ্য-

علمِ دِین فِقهَ اسْت و تفسیر و حد یث . هَرکه خَواند غَیرازین کردد خبیث .

অর্থ: ইলমে দ্বীন হলো- ইলমে ফিক্হ, তাফসীর ও হাদীস। এগুলো ছাড়া যে অন্য কিছু অধ্যয়ন করবে সে আল্লাহ বিস্মৃত হতে বাধ্য।
(পৃষ্ঠা নং ১৬, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশকাল ০৯. ১১. ২০০৪ ইং)

- কোনটি সঠিক? এ কথা-
  ১. আল্লামা রুমীর ২. গোয়েন্দা মণীষীদের মনে হয়
  ৩. অবশ্যই গোয়েন্দা মণীষীদের ৪. বলা কঠিন

প্রমাণ-৩

- কোনটি সঠিক?‘আহলে হাদীস’ ও ‘আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম’য়াত’-এর নামে কুরআন সরাসরি-
  ১. আছে ২. নেই ৩. মনে হয় আছে ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? ‘আহলে হাদীস’ ও ‘আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল জাম’য়াত’-এর নামে কুরআন সরাসরি না থাকার পেছনে-
  ১. বিরাট কারণ আছে ২. কোনো কারণ নেই
  ৩. কারণ থাকলেও থাকতে পারে ৪. বলা কঠিন

- কি সেই কারণ?

পরের ক্লাসগুলোতে তা জানা যাবে ইনশাআল্লাহ

বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অশান্তির মূল কারণ সম্পর্কে কুরআনের দলিল

❖ মানব জাতির অশান্তিতে পড়া বিষয়ক আল কুরআনে থাকা ভবিষ্যতবাণী

মানব জাতির দুনিয়ার জীবনের অনেক মৌলিক বিষয়, ষড়যন্ত্র এবং সে ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্বলিত এক চমৎকার জীবন্তিকা সকল আসমানি গ্রন্থে উপস্থিত আছে। জীবন্তিকাটির সংলাপের মাধ্যমে যে তথ্যগুলো জানানো হয়েছে সেগুলোকে মানব সভ্যতার দুনিয়ার জীবনের ঘটনা-দুঃর্ঘনার ভবিষ্যতবাণী বলা যায়। আসমানী গ্রন্থের শেষ সংস্করণ আল কুরআনে শুধু সে জীবন্তিকা নির্ভুলভাবে উপস্থীত আছে।

❖ জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য

- রচয়িতা:
  মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা
- রচনা ও মঞ্চায়নের সময়কাল:
  মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে
- মঞ্চায়ন স্থান:
  আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত

❖ জীবন্তিকাটির বিভিন্ন চরিত্রে যারা অবদান/ভূমিকা রেখেছেন:

১. আল্লাহ তা'য়ালা- মূল চরিত্র
২. মানব জাতির পিতা- নবী আদম (আ.)
৩. মানব জাতির মাতা- হাওয়া (আ.)
৪. সকল মানব রুহ
৫. আল্লাহর তা'য়ালার কর্মচারীগণ- ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশী ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানব জাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)- ইবলিস শয়তান

❖ ভবিষ্যতবাণী-১

ইবলিসের কথা

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ.

অনুবাদ : সে (ইবলিস) বললো- আপনি যেহেতু (মানব জাতির কারণে) আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমিও নিশ্চয় আপনার দেয়া স্থায়ী পথে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবো। (আল আ'রাফ/৭ : ১৬)

❖ ভবিষ্যতবাণী-২

ইবলিসের কথা

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ.

অনুবাদ : অতঃপর আমি নিশ্চয় তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের ও পিছনের দিক এবং ডান দিক ও বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী (শোকর আদায়কারী) হিসেবে পাবেন না।(আল আ'রাফ/৭ : ১৭)

❖ ভবিষ্যতবাণী-৩

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.

অনুবাদ: আর সে তাদের দু'জনের কাছে (আল্লাহর নামে) কসম করে বললো, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামীদের একজন। (আল আ'রাফ/৭ : ২১)

❖ ভবিষ্যতবাণী-৪

ইবলিসের প্রার্থনা ও আল্লাহ তা'য়ালার জবাব

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ .قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِ .إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

অনুবাদ: সে (ইবলিস) বললো, হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) বললেন- তুই অবকাশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। নির্ধারিত সময়ের দিন পর্যন্ত। (সূরা হিজর/১৫ : ৩৬, ৩৭, ৩৮)

❖ ভবিষ্যতবাণী-৫

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অনুবাদ: আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে-ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (বাকারা/২ : ৩৫)

❖ ভবিষ্যতবাণী-৬

ইবলিসের কথা (আল্লাহর বলা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.

(আল আ'রাফ/৭ : ২০)

অনুবাদ : অতঃপর শয়তান তথ্যসন্ত্রাসের মাধ্যমে (মনের বিতর্কে), তাদেরকে গোপন অঙ্গ উলঙ্গ করে দেখানোর ন্যায় অবস্থায় ফেলার জন্য বললো- তোমরা দুজনে যাতে ফেরেশতা হতে কিংবা চিরকাল জান্নাতে থাকতে না পারো সে জন্য তোমাদের রব গাছটি সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

❖ ভবিষ্যতবাণী-৭

আল্লাহর কথা

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ

অনুবাদ: এভাবে শয়তান তথ্যসন্ত্রাস/ষড়যন্ত্র করে তাদের উভয়কে স্খলিত করলো এবং তারা (জ্ঞানের) যে অবস্থানে ছিল সেখান থেকে তাদেরকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হলো। (সূরা বাকারা/২ : ৩৬)

বিশ্বমানবতা ও মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অশান্তির মূল কারণ সম্পর্কে হাদীসের দলিল

❖ মানব জাতির অশান্তিতে পড়া বিষয়ক হাদীসে থাকা ভবিষ্যতবাণী

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الِاثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مِنْ يَقْضِي بِهَا.

অনুবাদ : ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকেম (রহ.) আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবুল 'আব্বাস মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-মাহবূবী থেকে শুনে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন-

আবদুল্লাহ বিন মাস'উদ (রা.) বলেন- রাসূল সল্লাল্লাহু (স.) বলেছেন- তোমরা কুরআনের জ্ঞান অর্জন করো ও তা মানুষকে শেখাও। এবং তোমরা ফারাইজ শেখো ও তা মানুষকে শেখাও। কারণ, আমি মরণশীল। আর নিশ্চয় জ্ঞানকে উঠিয়ে নেয়া হবে। তারপর ভুল তথ্য প্রকাশ পাবে এমনকি ফারাইজ বিষয়েও মানুষ মতপার্থক্য করলে তা সমাধান করার মত কাউকে পাওয়া যাবেনা। (আল-মুসতাদরাক, হাদীস নং ৭৯৫০, পৃ. ৪০৯।)

ইবলিস ও তার দোসর গোয়েন্দা মণীষীদের চতুর্মুখী তথ্যসন্ত্রাস/ষড়যন্ত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ক্ষতির মাত্রা

- কোনটি সঠিক? ইবলিস ও তার দোসর গোয়েন্দা মণীষীদের তথ্যসন্ত্রাসে মৌলিক শিক্ষায় ভুল সবচেয়ে বেশি ঢুকেছে-
  ১. সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম ২. ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলিম
  ৩. ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান অমুসলিম ৪. বলা কঠিন

- তাহলে কোনটি সঠিক? বর্তমানে সঠিক ইসলাম সবচেয়ে সহজে গ্রহন করতে পারবে/করাতে পারা যাবে-
  ১. সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমগণ ২. ছোট আলিমগণ ৩. বড় আলিমগণ
  ৪. ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান অমুসলিমগণ ৫. বলা কঠিন

বিষয়টি সহজে বুঝা যায়- কম্পিউটার ও ভাইরাসের উদাহরণের মাধ্যমে

- তাহলে কোনটি সঠিক QRF মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানের যে সংস্কার করতে চাচ্ছে সেখানে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে-
  ১. সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমগণ ২. ছোট আলিমগণ ৩. বড় আলিমগণ
  ৪. ইউরোপিয়ান ও আমেরিকান অমুসলিমগণ ৫. বলা কঠিন

মুসলিম জাতির করণীয়

- কোনটি সঠিক? ৯টি স্তরে ইবলিস ও তার দোসররা কী কী কাজ করেছে, মুসলিম জাতিকে-
  ১. তা উদঘাটন ও সংস্কারের জন্য বলিষ্ঠ ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপায়ে কাজ করতে হবে
  ২. লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে এ কাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতে হবে
  ৩. উভয়টি সঠিক

- কোনটি সঠিক?ঐ কাজ করার জন্য আমরা আজ ওয়াদাবদ্ধ হতে-
  ১. পারি ২. অবশ্যই পারি ৩. মনে হয় পারি ৪. বলা কঠিন

- কোনটি সঠিক? ফোর-ইন-ওয়ান কুরআন শিক্ষা কোর্সে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়ে আমরা আলহামদুলিল্লাহ-
  ১. বলবো ২. বলবো না ৩. অবশ্যই বলবো ৪. বলা কঠিন

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলাম সঠিকভাবে বুঝা, সে অনুযায়ী আমল করা এবং অপরকে বুঝানোর তৌফিক দান করুন। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে

ওয়েবসাইট : www.qrfbd.org
ই-মেইল : qrfbd2012@gmail.com
ফেসবুক পেজ : Quran Research Foundation
ফেসবুক আইডি-কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইউটিউব : www.youtube/QRF . TV
স্কাইপি আইডি : Quran Research Foundation
আমাদের অনলাইন শপ- shop.qrfbd.org
ঘরে বসে কুরআন শিখতে গুগল প্লেস্টোর হতে ডাউনলোড করুন-selflearnquran
কম্পিউটারে বসে কুরআন শিখতে ইনষ্টল করুন-কুরআন শিক্ষার সফটওয়ার

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৪৪-৪১১৫৫৯(আইটি), ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭(দাওয়াহ)